সংবাদ

তারিখ 16 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

পার্বতীপুর মহিলা আলিম মাদ্রাসায় অর্ধকোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

প্রতিনিধি, পার্বতীপুর (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে তালিমুননেছা মহিলা আলিম মাদ্রাসায় নিয়মবহির্ভূত ৩ শিক্ষক ও ১ নৈশ্যপ্রহরী নিয়োগে ৫০ লাখ টাকার বাণিজ্যের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ডোনেশনের টাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠানে জমা না দিয়ে প্রিন্সিপালের মাধ্যমে কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দায় থেকে রেহাই পেতে প্রচার করা হচ্ছে যোগ্য প্রার্থী নেয়ার কারণে টাকা পয়সার কারবার হয়নি। তার এ কথা কেউ মানছে না। কারন বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডোনেশন ছাড়া কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারোও চাকরি হয়েছে এমন নজির বিরল। নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে প্রিন্সপালের পদ থেকে তার অপসারণ দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারে মো. জয়নাল আবেদিন জানান; তিনি দুই টার্মধরে ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত টার্মে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সহি স্বাক্ষর নিয়ে কাগজে কলমে মিটিং দেখানো হয়। এই ধারাবাহিকতায় নিয়োগ বিধিমালা অনুসরন না করে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও প্রিন্সিপাল তারই মতাদর্শের জামায়াতপন্থি আরবি শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ভেতরে বাইরে তোপের মুখে পড়েছেন। তিনি শুনেছেন নিয়োগে মোটা অংকের টাকা লেনদেন হয়েছে। তবে পরিমাণ কত তা বলতে পারেননি। প্রতিকার চেয়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর ডাকযোগে আজ লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেছেন। শিক্ষকগণ চাকরির কারণে মুখ না খুললেও নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন প্রিন্সিপাল খাদেমুল ইসলাম নূরী এই পদের অযোগ্য। যে কারণে মাদ্রাসার লেখাপড়া থেকে শুরু করে কোন কিছুরই উন্নতি হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যে দুর্নীতি করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকাগামী হাইওয়ে লাগোয়া মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানের মাটি ভরাট, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মানসহ অনেক কাজ বাকি। ডোনেশনের টাকা কাজে লাগালে মাদরাসার চেহারাই পাল্টে যেত। তবে লুটপাটের জন্য কিছুই হচ্ছে না। কার্যত মাদরাসাটি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। দেখার কেউ নেই। এভাবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

এ ব্যাপারে প্রিন্সিপাল নূরী দম্ভের সঙ্গে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে কাউকে তথ্য দিতে তিনি বাধ্য নন। যোগাযোগ করলে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ নুরুল আমিন জানান, তিনি ম্যানেজিং কমিটিতে সভাপতি হিসেবে সদ্য যোগ দিয়েছেন। আগের ঘটনার দায়ভার তিনি নিতে পারেন না।